৩. ইকবালের মতে আল্লাহর সান্নিধ্য আসার উপায় কি?

আসরারে খুদী বা দ্য সিক্রেটস অব দ্য সেলফ হলো ফার্সি ভাষায় লেখা ইকবালের প্রথম গ্রন্থ, আল্লাহকে চেনা এবং নিজেকে চেনাই এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য, ইকবাল অত্যন্ত সফলতার সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং দার্শনিক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেকে এবং আল্লাহকে চেনার উপায়গুলো ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। ইকবাল সাহিত্যের সমালোচকগণ মনে করেন তিনি এই গ্রন্থে তার ব্যক্তিগত আকিদা-বিশ্বাসকেই তুলে ধরেছেন। ইকবালের দৃষ্টিতে সৃষ্টির মূলে আছে খুদী বা আমিত্ববোধ, আর এই বোধ সবার মাঝেই রয়েছে।

আমার কবিতা রূপরেখা আগামীর সুর
আমি কবিকণ্ঠ এক অনাগত আগামীর
আমার সুরধ্বনি অন্য এক পৃথিবীর
এই ধ্বনি ভিন্ন আরেক কাফেলার

ইকবালের মতে এই আমিত্ব চেতনা যখন প্রেমের সাথে মিশ্রিত হয়, তখন বিশাল এক শক্তি অর্জিত হয়, এই আমিত্ব একাধারে সময় আল্লাহর সান্নিধ্য খুঁজে পেতে পারে। এই খুদীই ইসলামের আশ্রয় নিয়ে হযরত মহাম্মদ (সা) এর বিধানের অনুসরণ করতে পারে এবং ইসলাম যা করতে নিষেধ করেছে তা থেকে দূরে রাখতে পারে, ইকবালের মতে এরকম অবস্থাতেই মানুষ আল্লাহর খলিফার মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে।

Scanned by TapScanner

(৩) ঈশ্বর সম্পর্কে দার্শনিক কবি ইকবাল - এর উপলব্ধি কি ছিল?
১. তাঁর মতে ঈশ্বরকে লাভ করার উপায় কি? ৫

ইসলামি দর্শনের অন্যতম পথ প্রদর্শক ইকবালের মতে ঈশ্বরকে, পরম ও চরম সত্ত্বা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সর্বোচ্চ সত্ত্বা যার থেকে ব্যক্তি সত্তার বিকাশ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে উপলব্ধি করতে হয়, তাঁকে স্বজ্ঞার মাধ্যমে পেতে হয়। স্বজ্ঞার প্রকৃতি ইসলামি ধর্ম এবং অধিবিদ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ সাধারণত উপায় যে নিত্য জ্ঞান লাভ করে তা সময় ও গতির নিরিখে পরীক্ষালব্ধ বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আংশিক বা খণ্ড জ্ঞান। মানুষের পার্থিব জীবনে এই জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। বুদ্ধি এবং চিন্তের সাহায্যে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই জ্ঞানকে ইহ জীবনে অনেক সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এতে পরম জ্ঞানের বাস্তবতাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না।

কোরানের মত অনুযায়ী এই পরম জ্ঞান সরাসরি লাভ করা যায় হৃদয় দিয়ে। যুক্তি তর্ক ছাড়াই অনুভব ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। হৃদয় উপলব্ধি বা স্বজ্ঞার দ্বারাই ঈশ্বরের জ্ঞান সম্ভব। ইকবাল ও ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য কোরান নির্দেশিত পথই অনুসরণ করতে বলেছেন। স্বজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভূত হয়। ব্যক্তিসত্তা উন্নীত হয়ে পরমসত্তাকে ছুঁতে পারে। এই উপলব্ধিমূলক জ্ঞানের মন ও বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা চলে না। হৃদয়লব্ধ জ্ঞান - স্বজ্ঞা পরমসত্তার অনন্তময়তাকে উপলব্ধি করে।

৩/২। ইকবালের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কীরূপ বলে বর্ণিত হয়েছে লেখো। ⑤

ইকবাল সুফিদের অদ্বৈতবাদী ~~অক্কিদা~~ আকিদার বিরোধিতা করেন। সুফিরা মনে করেন যে, খোদা একটি বিশাল সমুদ্রের মতো, এক ফোঁটা বৃষ্টি যেমন সমুদ্রের মধ্যে পতিত হয় নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে তেমনি বান্দাও যখন খোদায় আত্মনির্বী পৌঁছে তখন সে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। আর সুফীদের মতে নিজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে 'ফানা ফিল্লাহ'-র পর্যায়ে পৌঁছানোর মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সার্থকতা।

আল্লামা ইকবাল এর বিরোধিতা করে বলেন, খোদা বিশাল সমুদ্রের মতো এবং তার ক্ষমতার বিশালতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তবে এক ফোঁটা বৃষ্টি সমুদ্রের মধ্যে পতিত হলে তার অস্তিত্ব হারায় না; বরং বিশাল সমুদ্রের সাথে একাকার হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে; তেমনি সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর আত্মনির্বী মানুষের অস্তিত্বকে বিলীন করে না; বরং বান্দা তার এক পর্যায়ে 'বাকায়ে দাওয়াম, স্থায়ী অস্তিত্ব লাভ করে।

কেননা, পবিত্র হাদীসে বলা হয়েছে — যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকেও চিনেছে।
কবি বলেন — (যদি তুমি খোদাকে সুস্পষ্ট দেখতে চাও তাহলে তোমার খুদীকে আরও স্পষ্টতর দর্শন শিখিয়ে দাও।)